BHARATI INTERNATIONAL JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY RESEARCH & DEVELOPMENT (BIJMRD)

(Open Access Peer-Reviewed International Journal)

DOI Link : https://doi.org/10.70798/Bijmrd/04020037

Available Online: www.bijmrd.com | BIJMRD Volume: 4 | Issue: 02 | February 2026 | e-ISSN: 2584-1890

পূর্ব ও অবিভক্ত পশ্চিম মেদিনীপুরের কয়েকটি প্রত্যন্ত অঞ্চলে ক্ষেত্র-সমীক্ষার প্রেক্ষিতে লোক-ঔষধ ও লোক-চিকিৎসার বর্তমান ও ভবিষ্যৎ ভাবনা

Amartya Panja[1] & Dr. Chandra Sekhar Halder[2]

1. Ph.D. Research Scholar, Department of Bengali, YBN University, Ranchi, Jharkhand
Email: amartyapanja2909@gmail.com

2. Assistant Professor, School of Arts and Humanities (dept. of Bengali), YBN University, Ranchi, Jharkhand

Abstract:

লোক-ঔষধ ও লোক-চিকিৎসা বাংলার গ্রামীণ ও আদিবাসী সমাজে দীর্ঘকাল ধরে প্রচলিত একটি গুরুত্বপূর্ণ চিকিৎসা-ব্যবস্থা। পূর্ব ও অবিভক্ত পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার বহু প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলে এখনও প্রাকৃতিক ভেষজ উদ্ভিদ, স্থানীয় অভিজ্ঞতা এবং আচার-অনুষ্ঠাননির্ভর চিকিৎসা পদ্ধতির প্রচলন লক্ষ্য করা যায়। ক্ষেত্র-সমীক্ষার মাধ্যমে দেখা যায় যে সাঁওতাল, লোধা, মুন্ডা, ভুমিজ প্রভৃতি আদিবাসী সম্প্রদায়ের মধ্যে লোক-চিকিৎসা এখনো প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবার গুরুত্বপূর্ণ অংশ। গ্রামীণ চিকিৎসক, ওঝা, কবিরাজ বা বৈদ্যরা বিভিন্ন ভেষজ উদ্ভিদের পাতা, মূল, ছাল ও বীজ ব্যবহার করে নানা রোগের চিকিৎসা করেন।

গবেষণায় জানা যায় যে এই অঞ্চলে প্রায় ৫০–৫৫ ধরনের ঔষধি উদ্ভিদ স্থানীয় জনগণ বিভিন্ন রোগ যেমন পেটের সমস্যা, জ্বর, সাপের কামড়, ত্বকের রোগ, বাতব্যথা ইত্যাদি নিরাময়ে ব্যবহার করে থাকে। এসব ভেষজ ওষুধ সাধারণত পেস্ট, ক্বাথ, তেল বা রসের আকারে প্রস্তুত করা হয় এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে বুনো উদ্ভিদই এর প্রধান উৎস।

তবে আধুনিক চিকিৎসাব্যবস্থার বিস্তার, বনসম্পদের হ্রাস এবং তরুণ প্রজন্মের আগ্রহ কমে যাওয়ার কারণে এই লোকজ চিকিৎসা-জ্ঞান ধীরে ধীরে বিলুপ্তির মুখে পড়ছে। তবুও এই জ্ঞানভাণ্ডার স্থানীয় সংস্কৃতি, পরিবেশ ও জীববৈচিত্র্যের সঙ্গে গভীরভাবে সম্পর্কিত। তাই ভবিষ্যতের জন্য এই ঐতিহ্যবাহী চিকিৎসা-জ্ঞান সংরক্ষণ, বৈজ্ঞানিক যাচাই এবং নথিবদ্ধকরণ অত্যন্ত জরুরি। সঠিকভাবে সংরক্ষণ ও গবেষণা করা হলে লোক-ঔষধ আধুনিক চিকিৎসা-বিজ্ঞানের বিকল্প বা পরিপূরক ব্যবস্থা হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে।

Keywords: *লোক-ঔষধ, লোক-চিকিৎসা, ক্ষেত্র-সমীক্ষা, পূর্ব মেদিনীপুর, অবিভক্ত পশ্চিম মেদিনীপুর, ভেষজ উদ্ভিদ, আদিবাসী স্বাস্থ্যচর্চা, গ্রামীণ চিকিৎসা পদ্ধতি, ঐতিহ্যবাহী জ্ঞান, ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা।*

মূল আলোচনা:

লোক-সংস্কৃতির বহমান ধারায় একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছে লোক-ঔষধ ও লোক-চিকিৎসা। ইংরেজি পরিভাষায় লোক-ঔষধ অর্থে Folk Medicine এবং লোক-চিকিৎসা অর্থে Folk Treatment শব্দ দুটি ব্যবহার করা হয়। এই বিষয় দুটি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনার পূর্বে 'লোক' এর ইংরেজি পরিভাষা রূপে যে 'Folk' শব্দটি আমরা ব্যবহার করে থাকি, তা

সম্পর্কে একটি স্বচ্ছ ধারণা থাকা প্রয়োজন। 'Folk' অর্থে যে 'লোক' শব্দ ব্যবহৃত হয়ে থাকে, তা কিন্তু সাধারণভাবে আমরা জনগণ বলতে যা বুঝি, সেই অর্থে ব্যবহৃত হয় না। এই 'লোক' হলো এক বিশেষ ভৌগোলিক পরিবেশে বসবাসকারী সুসংহত সমাজের মানুষ যারা বিশেষ এক ঐতিহ্যকে অনুসরণ করে একই সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে বসবাস করে, যারা নিরক্ষর হলেও অশিক্ষিত অভিধায় ভূষিত করা যায় না, যারা রাজনীতি সচেতন না হলেও নিজস্ব আচার-প্রথা-বিশ্বাস-সংস্কার প্রভৃতি সম্পর্কে গভীরভাবে সচেতন। তাই, লোক-ঔষধ ও লোক-চিকিৎসা প্রসঙ্গে খুব স্বাভাবিকভাবেই বলা যেতে পারে, এই লোকসমাজ দ্বারা প্রস্তুত ও ব্যবহৃত যে ঔষধ, তাই হলো লোক-ঔষধ। যে ঔষধ প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে ঐতিহ্য পরম্পরায় লোকসমাজ খুব সাবলীল ভাবেই ব্যবহার করতে অভ্যস্ত হয়ে গেছে, তাকেই সাধারণভাবে লোক-ঔষধের স্বীকৃতি দেওয়া যেতে পারে। আর লোক-ঔষধের প্রয়োগগত প্রতিফলনের বিষয়টিকেই বলা হয় লোক-চিকিৎসা।

অনেক ক্ষেত্রে, লোক-ঔষধ ও লোক-চিকিৎসাকে আমরা সমার্থক দৃষ্টিভঙ্গিতেই দেখে থাকি। বলাবাহুল্য, দুটো বিষয় কিন্তু সম্পূর্ণ এক নয়; একটু হলেও আলাদা। একটা সহজ উদাহরণের সাহায্যে বিষয়টি স্পষ্ট করা যেতে পারে — বাজার থেকে রান্নার সামগ্রী কিনে আনা এবং তা রান্নার উদ্দেশ্যে কাটাকাটি বাটাবাটি করে প্রস্তুত করা ও রান্না করা যেমন এক বিষয় নয়, তেমনি লোক-ঔষধ ও লোক-চিকিৎসার ব্যাপারটির মধ্যেও কিছু পার্থক্যগত দিক রয়েছে। লোক-ঔষধ বলতে সাধারণত ঔষধ তৈরির মূলগত উপাদানকে বোঝানো হয়, যা প্রধানত ভেষজ উপাদান। এই ভেষজ উপাদান গুলিকে যথাযথভাবে প্রস্তুত করে যখন তা প্রয়োগ করা হয়, তখনই তা হয়ে ওঠে লোক-চিকিৎসা। অর্থাৎ, এক কথায় বলা যেতে পারে লোক-ঔষধ হলো উপাদানগত দিক এবং লোক-চিকিৎসা হলো এই সমস্ত উপাদানের যথাযথ প্রয়োগগত দিক। একথা স্বীকার্য যে, লোক-ঔষধ ও লোক-চিকিৎসা বিষয়টি বেশ কিছু ক্ষেত্রে পরস্পর সম্পৃক্ত।

এখন আমরা লোক-ঔষধ বা লোক-চিকিৎসার উদ্ভবের কারণ সম্পর্কে আলোকপাত করতে পারি। এ প্রসঙ্গে সর্বপ্রথম অতি স্বাভাবিকভাবেই যে বিষয়টির উল্লেখ করতে হয়, তা হল মানুষের শারীরিক অসুস্থতা। আবহমান জীবনধারায় সমান্তরাল ভাবেই এসে পড়ে বিভিন্ন রোগ-যন্ত্রণার প্রকোপ। সেই রোগ জ্বালা থেকে মুক্তিলাভের প্রয়াসের কারণেই মানুষকে দ্বারস্থ হতে হয় ঔষধ এবং চিকিৎসার। পরিবারের কোনো মানুষ অসুস্থ হলে তার প্রতি সহানুভূতি, কর্তব্যপরায়ণতা এবং রোগগ্রস্ত মানুষটির যন্ত্রণা নিরসনের জন্য তা নিরাময়ের সন্ধানে ব্রতী তো হতেই হয়। তার ওপর সেই রোগ যদি কোনো কারণে ছোঁয়াচে হয়, তাহলে অন্যান্য দুশ্চিন্তার সাথে সাথে পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের আত্ম-স্বার্থরক্ষার তাগিদও কিছু কম থাকে না। তাই, রোগ-জ্বালা-ব্যাধির নিরাময়ের ক্ষেত্র হিসাবেই বারবার দারস্থ হতে হয় ঔষধ ও চিকিৎসার। আসলে রোগ যন্ত্রণার প্রাদুর্ভাব ঘটেছে বলেই বিজ্ঞানের অগ্রগতিকে সঙ্গী করে সৃষ্টি ও গতিশীলতা পেয়েছে আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞান। কিন্তু যখন থেকে গোষ্ঠী বা সমাজ সৃষ্টি হয়েছে, তখন তো আর আজকের মতো পরিশীলিত ঔষধ বা আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানের সূচনা হয়নি, তাই প্রজন্মের পর প্রজন্ম মানুষকে নির্ভর করতে হয়েছে প্রকৃতির ওপর, প্রকৃতির ভেষজ উপাদানের ওপর। আর এভাবেই বিভিন্ন রোগ-জ্বালার সূত্র ধরেই ভেষজ উপাদানকে আঁকড়ে ধরে উদ্ভব ঘটেছিল লোক-ঔষধের ও সেই সঙ্গে লোক-চিকিৎসার।

পরবর্তীকালে মানব সভ্যতার অগ্রগতির সাথে সাথে মানুষের জীবনযাত্রায় এসেছে নানা জটিলতা, তার সঙ্গে তাল মিলিয়ে রোগের জটিলতা ও বৈচিত্র্য ততোধিক বৃদ্ধি পেয়েছে ।আবিষ্কৃত হয়েছে নানাবিধ জটিল দুরারোগ্য ব্যাধির ঔষধ, বিভিন্ন ধরণের উন্নত মানের চিকিৎসা প্রযুক্তি ।বস্তুত, প্রয়োজনের তাগিদেই বিভিন্ন ধরনের ঔষধ ও চিকিৎসা পদ্ধতির উৎকর্ষতা বৃদ্ধি পাচ্ছে দিনে দিনে। কিন্তু, চিকিৎসা বিজ্ঞানের প্রভূত উন্নতি সত্ত্বেও এখনও পর্যন্ত বিভিন্ন গ্রামে-গঞ্জে, অনুন্নত এলাকায় এমনকি কিছু কিছু শিক্ষিত সমাজের মধ্যেও লোক-ঔষধ ও লোক-চিকিৎসার বিষয়টি ফল্গুধারার মতো বহমান ।এর পিছনে বেশ কিছু কারণ বিদ্যমান। *প্রথমত,* দীর্ঘদিনের পোষিত আস্থা ও বিশ্বাস, যা বংশপরম্পরায় চলে আসছে ।সেই সঙ্গে এ কথাও স্বীকার্য যে, লোক-ঔষধ ও লোক-চিকিৎসার ইতিবাচক দিকগুলিকে তারা নিশ্চিত ভাবে দীর্ঘদিন ধরে প্রত্যক্ষ করে এসেছে। যদি তারা লোক-ঔষধ ব্যবহারের সুফল না পেতো, তাহলে তারা এই ধরণের বিষয় থেকে খুব স্বাভাবিকভাবেই বিমুখ থাকতো ।*দ্বিতীয়ত,* আধুনিক উন্নত পরিচিত সমাজের ছায়াপাত ঘটেনি যে সমস্ত অঞ্চলে, সেই সমস্ত প্রত্যন্ত জায়গায় জটিল ও দুরারোগ্য ব্যাধির প্রাদুর্ভাব নিতান্তই সীমিত ।কারণ বিজ্ঞান ও সভ্যতার উন্নতির সাথে সাথে সুসংস্কৃত মানব সমাজ উন্নত মানের জীবনযাত্রা এবং সর্বাধিক স্বাচ্ছন্দ্য ভোগ করতে গিয়ে ডেকে আনছে বিপর্যয়। যা শুধু প্রকৃতি পরিবেশকেই বিপর্যস্ত করছে না, তার অপরিহার্য পরিণাম রূপে দেখা দিচ্ছে নানাবিধ দুরূহ বিচিত্র সব রোগ-যন্ত্রণা ।সেই তুলনায় আদিম সমাজ ও লোকসমাজে, বলা যেতে পারে প্রকৃতির সান্নিধ্যে

থাকা মানুষজনের জীবনে রোগ ভোগের ব্যাপ্তি যেমন সীমিত, তেমনি জটিল ও দুরারোগ্য ব্যাধির প্রকোপও অনেক কম। তাদের জীবনের অসুখ-বিসুখ বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই জটিলতা মুক্ত এবং তা তুলনামূলক অনেক সহজেই নিরাময়যোগ্য। এবং তাদের রোগ নিরসনের অধিকাংশ উপাদান গুলি প্রকৃতির মধ্যে থেকেই তারা সংগ্রহ করার চেষ্টা করে থাকে ।*তৃতীয়ত,* এই সমস্ত প্রাকৃতিক ভেষজ উপাদান অত্যন্ত সহজলভ্য এবং এর ব্যবহারের দিকটিও যথেষ্ট সরল ।বেশিরভাগ ক্ষেত্রে তা বিনা ব্যয়ে বা ন্যূনতম ব্যয়ে সংগ্রহ করা সম্ভব। তাই, অনুন্নত গ্রামীণ আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষিতে এই সমস্ত লোক-ঔষধ তথা ভেষজ উপাদানগুলি সাদরে গৃহীত হয়ে থাকে। আসলে আধুনিক চিকিৎসা ব্যবস্থা এতটাই ব্যয়বহুল যে, এই চিকিৎসায় আস্থাশীল বহু মানুষও অর্থনৈতিক অস্বচ্ছলতার কারণে এই চিকিৎসার ব্যয়ভার বহন করতে পারেন না ।সেক্ষেত্রেও তাদেরকে লোক-ঔষধ ও লোক-চিকিৎসার প্রতি ধাবিত হতে দেখা যায় কিছুটা বাধ্যতামূলকভাবেই অনন্যোপায় হয়ে ।*চতুর্থত,* লোক-ঔষধের নির্ভরতার মূলে আরো একটি গৌণ কারণের উল্লেখ করা যেতে পারে ।সেটা হলো তাৎক্ষণিক প্রয়োজন মেটানোর তাগিদ। যেমন ধরা যাক, হঠাৎ করে কারো কোথাও একটা কেটে গেলো বা ক্ষত সৃষ্টি হলো, কিংবা শরীরের কোথাও কিছুটা অংশ পুড়ে গেলো, তখন বাড়িতে বা হাতের কাছে প্রয়োজনীয় ঔষধপত্র নাও থাকতে পারে বা ছোটখাটো দুর্ঘটনার কারণে বেশ কিছু খরচসাধ্য পরিশীলিত ঔষধ ক্রয় করা সবার পক্ষে সম্ভব নাও হতে পারে ।তাই, এই সমস্ত ক্ষেত্রে লোক-ঔষধ তার সহজলভ্যতার গুণে বিভিন্ন স্তরের মানুষের কাছে সাদরে স্বীকৃত ।যেমন — কোথাও কেটে গেলে বা ক্ষতস্থান সৃষ্টি হলে দূর্বা ঘাস, গাঁদা পাতা বা ধনচে গাছের পাতা দলে তার রস সেখানে লাগিয়ে দিলে ক্ষতের নিরাময় সম্ভব ।আবার দেহের কোনো অংশ পুড়ে গেলে জ্বালা থামানো ও ফোস্কা যাতে না পড়ে, সেজন্য সেখানে আলু থেঁতো করে দিলে বেশ কিছুটা উপকার পাওয়া যায়। সুতরাং, বিবিধ কারণেই আজ একবিংশ শতাব্দীতেও লোক-ঔষধ ও লোক-চিকিৎসার প্রতি মানুষের নির্ভরতার ব্যাপারটিকে স্বীকার করে নিতেই হয়।

তবে, লোক-ঔষধ ও লোক-চিকিৎসা প্রসঙ্গে একটি বিষয় সবসময় মাথায় রাখা দরকার। ভেষজ উপাদান লোক-ঔষধ ও লোক-চিকিৎসার অন্যতম অঙ্গ হওয়া সত্ত্বেও কিছু অবৈজ্ঞানিক চিন্তাভাবনা এখনও পর্যন্ত মানুষের চেতনাকে আচ্ছন্ন করে রাখে ।মনের মধ্যে পোষিত লোক-বিশ্বাস ও কুসংস্কার থেকে অনেকে ঝাড়ফুঁক, মন্ত্র-তন্ত্র, জল পড়া, তেল পড়া, কবচ-তাবিজ-মাদুলি ধারণ প্রভৃতি বিষয়কে লোক জীবনের সঙ্গে সম্পৃক্ত করে নিয়েছেন ।যার কারণে আধুনিক বিজ্ঞান মনস্ক মানুষেরা মনে করেন লোক-ঔষধ ও লোক-চিকিৎসা অর্থহীন, বিভ্রান্তিকর এবং মানুষকে বিপথগামী করার প্রয়াস মাত্র। সে ক্ষেত্রে অবশ্যই বলতে হয়, আলোচ্য বিষয়গুলি কখনোই লোক-ঔষধের অঙ্গীভূত হতে পারে না। আগেও বলেছি, লোক-ঔষধ বলতে শুধুমাত্র ভেষজ উপাদান গুলিকেই প্রাধান্য দেওয়া হয় ।আর ঝাড়ফুঁক, মন্ত্র-তন্ত্র, কবচ-তাবিজ ধারণ, জল পড়া, তেল পড়া এই বিষয়গুলিকে শুধুমাত্র লোক-চিকিৎসার অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে। এবং অবশ্যই এই বিষয়গুলির কোনো বৈজ্ঞানিক ভিত্তি বা ব্যাখ্যা নেই, যা ভেষজ উপাদানে আছে। এত কিছু সত্ত্বেও প্রত্যন্ত গ্রামীণ অঞ্চলের বেশিরভাগ লোকই এই ধরণের লোক-চিকিৎসার প্রতি তাদের বিশেষ আস্থা পোষণ করে ।দীর্ঘদিন ধরে গড়ে ওঠা লোক-বিশ্বাস, ভয়-ভীতি, অতিপ্রাকৃত চেতনা এর পিছনে ক্রিয়াশীল ।আধুনিক বিজ্ঞান চেতনার যতটুকু প্রচারই হোক না কেন, তা তাদের এতদিনকার পোষিত বিশ্বাসকে টলাতে পারে না। সব মিলিয়েই, তারা দ্বারস্থ হয় এই সমস্ত অবৈজ্ঞানিক ভিত্তিহীন লোক-চিকিৎসার কাছে।

এই ধরণের লোক-চিকিৎসার প্রতি নির্ভরতার কারণ হিসাবে আরেকটি বিষয়ও সমান্তরালভাবে ক্রিয়াশীল। দীর্ঘদিনের প্রচলিত লোক-বিশ্বাস থেকে উদ্ভূত ভূত-প্রেত, ডাইনি, নজর লাগা, বাতাস লাগা প্রভৃতি বিষয়ে মানুষের ভীতি, যার কোনো প্রতিকার আধুনিক চিকিৎসা ব্যবস্থায় নেই, তার একতম প্রতিকারের উপায় শুধুমাত্র লোক-চিকিৎসা। তাই মানুষ তার সহজাত ভয় ভীতি ও লোক-বিশ্বাস জনিত কারণ থেকেই প্রায়শই সম্মুখীন হয়ে থাকে এই ধরণের লোক-চিকিৎসার।

তবে, ২০২২-২০২৩ সালে পূর্ব মেদিনীপুর ও অবিভক্ত পশ্চিম মেদিনীপুরের বেশ কিছু প্রত্যন্ত অঞ্চলে লোক-ঔষধ ও লোক-চিকিৎসা সম্পর্কিত যে ক্ষেত্র সমীক্ষা করেছিলাম, তা রূপায়ণের স্বার্থে মানুষের আস্থা বিশ্বাস ভরসার বেশ কিছু দিক তুলে ধরলেও মূলত ভেষজ উপাদান ব্যবহারের মধ্য দিয়ে যে চিকিৎসা তার ইতিবাচক এবং বৈজ্ঞানিক দিকগুলিকেই তুলে ধরার চেষ্টা করেছি আলোচ্য নিবন্ধে। সেই সঙ্গে আধুনিক চিকিৎসার ব্যয়ভার বহনে অক্ষম, সমাজের আর্থ-সামাজিক দিক থেকে পিছিয়ে পড়া মানুষের মঙ্গলার্থে লোক-ঔষধের সুদূরপ্রসারী ব্যাপ্তির বিষয়ে আলোকপাত করাই আমার এই প্রকল্প নির্বাচনের অন্যতম উদ্দেশ্য।

লোক-ঔষধ ও লোক-চিকিৎসা সংক্রান্ত প্রকল্পটি রূপায়ণের জন্য প্রথমে ক্ষেত্র সমীক্ষার এলাকা হিসাবে পূর্ব মেদিনীপুর এবং অবিভক্ত পশ্চিম মেদিনীপুরের বেশ কিছু প্রত্যন্ত অঞ্চল এবং আদিবাসী জাতি ও উপজাতি অধ্যুষিত অঞ্চলকে নির্বাচন করেছি।

সেই সমস্ত অঞ্চলের লোক-ঔষধ ও লোক-চিকিৎসাকে ঘিরে মানুষের সংস্কার-বিশ্বাস এবং অবশ্যই ফলপ্রসূ দিকটিকে নিয়ে এক জীবন অভিমুখী তথ্যনিষ্ঠ সমীক্ষায় অগ্রসর হতে পেরেছি। ক্ষেত্র সমীক্ষার জন্য যে সমস্ত অঞ্চলগুলি নির্বাচন করেছিলাম, তার একটি তালিকা দেওয়া হলো :

পূর্ব মেদিনীপুর :

মহিষাদল ব্লক — ১) বামুনিয়া বা বামুন্যা, ২) মধ্য হিংলি, ৩) তাজপুর, মনসার থান

নন্দকুমার ব্লক — ৪) বরগোদাগোদার।

নন্দীগ্রাম-১ ব্লক — ৫) আমতল্যা

শহীদ মাতঙ্গিনী ব্লক — ৬) নারায়ণ দাঁড়ি

কোলাঘাট ব্লক — ৭) খাদিনান

পশ্চিম মেদিনীপুর :

দাসপুর-১ ব্লক — ৮) বসন্তপুর, ৯) উত্তর গোবিন্দনগর, ১০) জ্যোৎ গৌরাঙ্গ, ১১) তাতারপুর

দাসপুর-২ ব্লক — ১২) খুকুড়দহ, জানাপাড়া

নারায়ণগড় ব্লক — ১৩) ইমাম পাটনা

মেদিনীপুর সদর ব্লক — ১৪) দক্ষিণপাড়া, বক্সীবাজার

সাঁকরাইল ব্লক — ১৫) ভাঙ্গাগড়, ১৬) বাকরা, ১৭) নারদা।

আপাত দৃষ্টিতে শিক্ষা-সংস্কৃতির জগতে পশ্চিম মেদিনীপুরের তুলনায় পূর্ব মেদিনীপুর অনেকটাই অগ্রগণ্য। এতদ্ সত্বেও অবিভক্ত পশ্চিম মেদিনীপুরের পাশাপাশি পূর্ব মেদিনীপুরেরও বেশ কিছু প্রত্যন্ত এমন কি প্রখ্যাত এলাকাতেও লোক-ঔষধ ও লোক-চিকিৎসার ধারা জনমানসে এখনও পর্যন্ত বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে চলেছে। শুধু তাই নয়, অনেক ক্ষেত্রেই কোনো রকম যুক্তি-তর্ক ছাড়াই বিজ্ঞান চেতনার আলোকে আলোড়িত না হয়ে সম্পূর্ণভাবে লোক-বিশ্বাসকে পাথেয় করে বেশ কিছু লোক-চিকিৎসকের দ্বারস্থ হন দুই মেদিনীপুরেরই শিক্ষিত-অশিক্ষিত ধনী-দরিদ্র ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল শ্রেণির মানুষজনই। আসলে স্থান-কাল-পাত্রের নিরিখে ক্ষেত্রসমীক্ষা করতে গিয়ে এমন অনেক বিষয়েরই সম্মুখীন হতে হয়েছে যেখানে দাঁড়িয়ে মানুষের সহজতা সরলতা মানসিক ভাবাবেগের প্রেক্ষিতে মনে হয় — 'বিশ্বাসে মিলায় বস্তু, তর্কে বহুদূর'।

সে যাই হোক, ক্ষেত্রসমীক্ষা অঞ্চলগুলির সঙ্গে একটু পরিচিতি লাভ করার জন্য প্রথমে আসা যেতে পারে মহিষাদল, নন্দকুমার প্রভৃতি ব্লকের কথায়। পূর্ব মেদিনীপুর জেলার মহিষাদল ও নন্দকুমার ব্লকের সুপ্রাচীন ঐতিহ্য, সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপট, শিক্ষা, রাজনৈতিক ভাবনাচিন্তা আমাদের পথপ্রদর্শক। এই ব্লক গুলির অধীনস্থ অনেকগুলি গ্রামই লোক-চিকিৎসার ক্ষেত্রে বেশ সুপ্রসিদ্ধ। যেমন, মহিষাদলের বামুনিয়া বা বামুন্যা গ্রামের হাড় ভাঙ্গার চিকিৎসা দূর দূরান্তেও সাড়া ফেলে দিয়েছে। লোকমুখে গ্রামটির নাম 'হাড়ভাঙ্গা' বলেই সমধিক পরিচিত। আবার, মধ্যহিংলি বা তাজপুর গ্রামে কিছু ভেষজ চিকিৎসার পাশাপাশি ভূতে ধরার ধারণা, ভর সহ বেশ কিছু অবৈজ্ঞানিক চিকিৎসা পদ্ধতিও প্রচলিত রয়েছে। যা দেখলে মনে হয়, এই গ্রামগুলিতে সভ্যতার রথ যেন থমকে দাঁড়িয়েছে — 'প্রদীপের নিচে অন্ধকার'! এরা যেন নগরায়ন বিশ্বায়ন থেকে হাজার যোজন দূরে ।পূর্ব মেদিনীপুরের বেশ উন্নত এলাকা তমলুক সংলগ্ন শহীদ মাতঙ্গিনী ব্লকের লোক-চিকিৎসার প্রতি দৃকপাত করলেও এমনই বিস্ময়ে হতবাক হতে হয় । এমন সমৃদ্ধ এলাকাতেও লোক-চিকিৎসা মূলত অশিক্ষা কুসংস্কারের বেড়াজালে বন্দী হয়ে রয়েছে ।তবু, দূর দূরান্তে ছড়িয়ে পড়েছে তার ব্যাপ্তি ।কোলাঘাট ব্লকের খাদিনান গ্রামের লোক-চিকিৎসাও অনেকখানি দৈব নির্ভর এবং তেল পড়া, জল পড়া বা কবচ-তাবিজ-মাদুলি সংক্রান্ত হলেও বেশ কিছু রোগের চিকিৎসার জন্য ভেষজ উপাদানের আশ্রয় গ্রহণ করা হয়। নন্দীগ্রাম-১

ব্লকের আমতল্যা গ্রামেও ভেষজ উপাদানের সঙ্গে অবৈজ্ঞানিক চেতনার সংমিশ্রণ ঘটেছে লোক চিকিৎসার ক্ষেত্রে ।গ্রামীণ সহজলভ্য গাছগাছড়ার উপকরণের মাধ্যমেই বিভিন্ন টোটকা ব্যবহারের মধ্য দিয়ে বেশ কিছু লোক-চিকিৎসার সন্ধান পাওয়া গেছে এখানে।

সামগ্রিক বিচারে পূর্ব মেদিনীপুরের তুলনায় অবিভক্ত পশ্চিম মেদিনীপুর শিক্ষা ও সংস্কৃতির জগতে অনেকটাই পশ্চাৎ অভিমুখী । যদিও সর্বশিক্ষা অভিযানের আলোকে ২০১১ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী দুই মেদিনীপুরেরই বেশিরভাগ মানুষ সাক্ষরতার সীমা স্পর্শ করেছে, কিন্তু জ্ঞানের আলোকে অন্তরের অন্ধকারময়তা এখনো দূরীভূত হয়নি। মানসিক দিক থেকে আচার-প্রথা কুসংস্কারের বশবর্তী এই মানুষগুলিকে দেখলে মনে হয় — 'পশ্চাতে রেখেছো যারে, সে তোমারে পশ্চাতে টানিছে'...।

আসলে একবিংশ শতাব্দীর প্রগতশীল চেতনায় অত্যাধুনিক প্রযুক্তি, কম্পিউটার, ইন্টারনেটের যুগেও যখন একশ্রেণির অতি সাধারণ সহজ সরল অকৃত্রিম মানুষ তাদের সহজাত বিশ্বাসের বশবর্তী হয়ে লোক-চিকিৎসা ও তার পদ্ধতিকে গভীর শিকড়ের মতোই আঁকড়ে ধরে বাঁচতে চাইছে, তখন তা কোথাও যেন সভ্যতার মর্মমূলে আঘাত হানে।

তবে, এই সমস্ত ক্ষেত্রে লোক-চিকিৎসার উপাদান বা পদ্ধতিগত দিকগুলিকে একেবারে বর্জন করে কোনো নবজাগরণ সৃষ্টি করা সম্ভব নয় ।সেই সমস্ত মানুষের আর্থ-সামাজিক এবং মানসিক অবস্থানের প্রেক্ষিতে সহৃদয়তার সঙ্গে লোক-ঔষধ ও লোক-চিকিৎসার প্রায়োগিক দিকগুলিকে বিচার-বিশ্লেষণ করা উচিত।

পশ্চিম মেদিনীপুরের দাসপুর-১ ব্লকের উত্তর গোবিন্দনগর, জ্যোৎ গৌরাঙ্গ, বসন্তপুর, তাতারপুর প্রভৃতি গ্রামে লোক-চিকিৎসা মূলত ভেষজ উপাদান কেন্দ্রিক ।সেই সঙ্গে বসন্তপুর ও তাতারপুরের লোক-চিকিৎসায় দৈবী বাতাবরণের একটা সংযোগ সাধন করে থাকেন এখানকার লোক-চিকিৎসকরা। সর্প চিকিৎসা, অশুভ শক্তির দমন, দাম্পত্য কলহের অবসান, গৃহে শান্তি আনয়ন এরকম নানাবিধ ক্ষেত্রে গাছ-গাছড়ার ব্যবহারের পাশাপাশি কবচ-মাদুলি-তাবিজ এবং বিভিন্ন তুকতাকেরও প্রচলন রয়েছে এই সমস্ত অঞ্চল গুলিতে।

অন্যদিকে, দাসপুর-২ ব্লকের খুকুড়দহ জানা পাড়ার হাড় ভাঙ্গার চিকিৎসা তো অত্যন্ত জনপ্রিয় ও সুপ্রসিদ্ধ। শুধু গ্রামীণ চিন্তা-চেতনায় নয়, বহু দূর-দূরান্তে শিক্ষিত-অশিক্ষিত ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সমাজের বিভিন্ন স্তরে এই চিকিৎসার খ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছে।

নারায়ণগড় ব্লকের ইমাম পাটনা গ্রামে গাছ-গাছড়ার উপাদানের মাধ্যমে দাঁত সংক্রান্ত বিভিন্ন চিকিৎসা করা হয় যথেষ্ট সফলতার সঙ্গেই। অন্যদিকে, মিউনিসিপ্যালিটির অন্তর্ভুক্ত মেদিনীপুর সদর ব্লকের দক্ষিণপাড়া বক্সীবাজারের জণ্ডিসের চিকিৎসার জনপ্রিয়তা অবাক করার মতো। এক্ষেত্রে অবশ্য ভেষজ উপাদানের পাশাপাশি দৈব শক্তির মহিমাকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। একইভাবে সাঁকরাইল ব্লকের অন্তর্গত বাকরা গ্রামের জণ্ডিসের চিকিৎসাও আশেপাশে ভীষণভাবেই প্রভাব বিস্তার করেছে, যদিও এই চিকিৎসা মূলত ঝাড়ফুঁকের ওপর দাঁড়িয়ে রয়েছে। এর পাশাপাশি এখানে দৈব ঔষধ তকমায় ভেষজ উপাদানের সমন্বয়ে বাত, হাঁপানি, অর্শ, হৃদরোগ, সুগার প্রভৃতি রোগের চিকিৎসা করা হয়।

সাঁকরাইল ব্লকেরই নারদা গ্রামে সাপে কাটা সহ অন্যান্য পশু (কুকুর, বিড়াল প্রভৃতি) কামড়ানোর চিকিৎসাও করা হয় ।সেই সঙ্গে, বন্ধ্যাত্ব নিবারণ, বাচ্চাদের নজর লাগা, ডাইনিতে পাওয়া এ সমস্ত থেকে মুক্তির চিকিৎসাও এখানে হয়। উক্ত ব্লকেরই ভাঙ্গাগড় গ্রামের লোক-চিকিৎসক মৃগী এবং শিশুদের রিকেট রোগের চিকিৎসার ক্ষেত্রে এক উল্লেখযোগ্য অবদানের নজির সৃষ্টি করেছেন।

এই দুই মেদিনীপুরেরই লোক-চিকিৎসক ও তাদের পরিবার বেশিরভাগ ক্ষেত্রে চিকিৎসার পাশাপাশি মৃত্তিকা নির্ভর কৃষি কেন্দ্রিক জীবন থেকেই তাদের বেঁচে থাকার রসদ সংগ্রহ করে থাকেন।

পূর্ব মেদিনীপুর ও অবিভক্ত পশ্চিম মেদিনীপুরের ক্ষেত্র সমীক্ষা অঞ্চল গুলির লোক-চিকিৎসক, স্থানীয় মানুষজন ও উপকৃত ব্যক্তিদের সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্য সমূহকে যৌক্তিকতার মানদণ্ডে এভাবে বিচার-বিশ্লেষণ করা যেতে পারে —

এক. অধিকাংশ লোক-চিকিৎসকই গাছ-গাছড়া শিকড়-বাকড় থেকে তাদের চিকিৎসার মূল উপাদান সংগ্রহ করে থাকেন ।কিন্তু সবকিছুর ওপর তারা চাপিয়ে দেন অলৌকিক শক্তি বা দৈবী মহিমার আবরণ ।তাদের ধারণা দৈব অনুগ্রহেই তাদের ব্যবহৃত ওষধি উপাদানগুলি প্রাণ পেয়ে চিকিৎসায় সফলতা নিয়ে আসে। আসলে দীর্ঘদিনের চলে আসা ঐতিহ্য পরম্পরাগত চিরাচরিত বিশ্বাসের জায়গা থেকে তাদের টলানো এত সহজ ব্যাপার নয় ।আসলে অতিপ্রাকৃত শক্তির প্রতি মানুষের প্রচলিত বিশ্বাস, দেবতার প্রতি আত্যন্তিক শ্রদ্ধা, লৌকিক ও অতিলৌকিক বিভিন্ন বিষয়কে কেন্দ্র করে ভয় ভীতিমূলক জায়গা থেকেই প্রত্যন্ত অঞ্চলের প্রায় সকল মানুষই তাদের আজন্ম পরিচিত লোক-চিকিৎসকদের চিকিৎসা গ্রহণ করে থাকেন সহজাত, সাবলীল ও স্বতঃস্ফূর্তভাবেই ।এবং নিশ্চিতভাবে লোক-ঔষধ তথা লোক-চিকিৎসার কার্যকরী সদর্থক ভূমিকাই তাদের এই গ্রহণযোগ্যতাকে সূচিত করে থাকে।

দুই. বেশ কিছু অঞ্চলের লোক-চিকিৎসা এতটাই ফলপ্রসূ ও জনপ্রিয় যে তা দূর-দূরান্তেও প্রচারিত এবং প্রসারিত ।সে সব ক্ষেত্র থেকে এমন অবাক করা তথ্য উঠে এসেছে যে, তথাকথিত অনেক শিক্ষিত মানুষও বহু দূর থেকে এসে এনাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেছেন এবং বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের মাধ্যমে উপকৃতও হয়েছেন। এ ব্যাপারে মহিষাদলের বামুনিয়া বা বামুন্যা গ্রাম ও দাসপুর জানা পাড়ার 'হাড়ভাঙ্গা' চিকিৎসা কিংবা মেদিনীপুর সদরের দক্ষিণপাড়া বক্সীবাজারের 'জণ্ডিস' রোগের চিকিৎসা বিশেষ উল্লেখযোগ্যতার দাবি রাখে।

শুধু তাই নয়, এমন বেশ কিছু রোগ আছে, আধুনিক উন্নত মানের চিকিৎসার দ্বারা যার সম্পূর্ণরূপে নিরাময় নাকি সম্ভব হয় না, অথচ লোক-চিকিৎসার মাধ্যমে সেই অসাধ্য সাধন সম্ভব হয়েছে — এ ধরণের বিস্ময়কর তথ্যও উঠে এসেছে ক্ষেত্র সমীক্ষা থেকে। মৃগী এবং শিশুদের রিকেটের অব্যর্থ চিকিৎসা করে থাকেন ঝাড়গ্রাম সাঁকরাইলের চিকিৎসক সমরেশ মাণ্ডি। তাঁর অনবদ্য লোক-চিকিৎসা তাঁকে সরকারি স্বীকৃতির শিরোপা দিয়েছে। তাই লোক-ঔষধ বা লোক-চিকিৎসা যে সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন — জোরপূর্বক এমন বার্তা প্রতিষ্ঠিত করতে চাওয়া কখনই সঙ্গত নয়।

তিন. লোক-চিকিৎসার ক্ষেত্রে আরেকটি লক্ষণীয় বিষয় হলো, অনেক ক্ষেত্রেই ভেষজ ঔষধ সেবনের পাশাপাশি মাদুলি-কবচ-তাবিজ ধারণের ব্যাপারটিও বিদ্যমান ।বলাবাহুল্য, এই বিষয়টি লোক-চিকিৎসার অন্যতম অঙ্গ রূপে বিবেচিত হয়ে থাকে ।খুব স্বাভাবিক ভাবেই যুক্তি-তর্কের মানদণ্ডে সারস্বত সমাজে এই ধরণের বিষয়গুলি সম্পূর্ণ বাস্তবতা বিরোধী এবং উপেক্ষিত হিসাবেই গণ্য করা হয়। কিন্তু, একটু গভীরভাবে ভাবিত হলে দেখা যায় কবচ-তাবিজ-মাদুলি ইত্যাদিতে গাছের ছাল-বল্কল-মূল জাতীয় ভেষজ উপাদান সংযুক্ত করা হয় ।এই সমস্ত ওষধি উপাদানগুলি বিভিন্ন ধাতব কবচ-তাবিজ-মাদুলির সংস্পর্শে এসে শরীরের মধ্যে কিছু না কিছু ক্রিয়া বিক্রিয়ার সৃষ্টি তো করতেই পারে। তাই, এই প্রকার লোক-চিকিৎসাকেও একেবারে অযৌক্তিক বলে উড়িয়ে দেওয়া বোধ হয় যায় না। তাজপুর মহিষাদলের লোক-চিকিৎসক স্বদেশ মাইতি জানিয়েছেন তাঁর দেওয়া কবচে গাছের ছাল থাকে আর ওষধি গুন ফুরিয়ে গেলে কবচটি কালো হয়ে যায় ।তখন আবার তা পুনরায় নতুন করে ধারণ করতে হয় । আবার, খাদিনান কোলাঘাটে মৃগী রোগীকে সোনার কবচে ওষুধ দেওয়া হয়।

চার. সর্বোপরি, ভেষজ গুণ সমৃদ্ধ লোক-ঔষধের বিভিন্ন গুণাগুণকে আত্তীকরণের মধ্য দিয়ে আজকের আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞান হয়তো বিভিন্ন দুরারোগ্য ব্যাধি কিংবা সাপ বা অন্য কোনো বিষাক্ত প্রাণির দংশনজাত বিষক্রিয়ার প্রতিষেধক আবিষ্কারের পথে অনেকখানি অগ্রসর হতে পারে। যেমন - রোহিনীর নারদা গ্রাম কিংবা দাসপুরের বসন্তপুরে সর্প চিকিৎসায় ব্যবহৃত বিভিন্ন ওষধি গাছের উচ্চমানের গুণাগুণ সর্পকেন্দ্রিক প্রতিষেধক আবিষ্কারে বিশেষ ভূমিকা পালন করতে পারে বলে মনে হয়েছে আমার। সেই ভাবনা থেকেই উদ্বুদ্ধ হয়ে বলতে চাই, লোক-ঔষধ কেন্দ্রিক বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক গবেষণার প্রয়োজনীয়তা অবশ্যই রয়েছে। এবং তার সঙ্গে যদি কোনোভাবে আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানের সমন্বয় সাধন করা সম্ভব হয়, তাহলে হয়তো চিকিৎসাশাস্ত্রের নতুন কোনো দিক উন্মোচিত হতে পারে — এমনটা আশা করা বোধ হয় খুব একটা অসঙ্গত হবে না।

পাঁচ. তবে একথাও ঠিক যে লোক-ঔষধ তথা লোক-চিকিৎসার কার্যকরী সদর্থক ভূমিকার পাশাপাশি এর কুসংস্কারাচ্ছন্ন অন্ধকারময় দিকটিকেও কিন্তু বর্জন করতে হবে। ক্ষেত্র সমীক্ষার বিভিন্ন অঞ্চল থেকে কার্যকরী লোক-ঔষধ ব্যবহারের পাশাপাশি তেলপড়া, জলপড়া, ঝাড়ফুঁক, তুকতাক, মন্ত্র-তন্ত্র — এ সমস্ত অবৈজ্ঞানিক, অযৌক্তিক, ভিত্তিহীন চিকিৎসারও যে সমস্ত পরিচয় উঠে এসেছে বিভিন্ন লোক-চিকিৎসকদের কাছ থেকে, তা কোনোভাবেই সমর্থনযোগ্য নয়। এখনো পর্যন্ত 'ভর', 'মুদায় (মুদ্রা) বসা'

— শুধুমাত্র এই ধরণের বিষয়গুলিকে সঙ্গী করে সরল মানুষের লোক বিশ্বাসকে আশ্রয় করে দেব-দেবীকে কেন্দ্র করে লোক-চিকিৎসার নামে যে বুজরুকি চলে, তা শিক্ষিত জনসমাজে কখনই প্রশ্রয় পেতে পারে না। নিজেদের ব্যবসায়িক স্বার্থ চরিতার্থ করার উদ্দেশ্যে যারা লোক-চিকিৎসকের ছদ্মবেশে এই সমস্ত অবাস্তব, আজগুবি কাজকর্ম করে চলেছেন, তা অচিরেই বন্ধ হওয়া দরকার। তমলুকের নারায়ণদাঁড়ি কিংবা মহিষাদলের মধ্যহিংলি গ্রামে এজাতীয় লোক-চিকিৎসার অস্তিত্ব সাধারণ মানুষের অজ্ঞানতা বা যুক্তিবোধহীনতারই নামান্তর।

এর জন্য দেশের প্রতিটি কোণায় কোণায় বিজ্ঞান চেতনা ছড়িয়ে দিতে হবে। সময় সাপেক্ষ হলেও একমাত্র চ্যালেঞ্জিং সুদৃঢ় পদক্ষেপের মাধ্যমে যুক্তি-তর্ককে প্রতিপাদন করে সাধারণ মানুষের মনে জাগিয়ে তুলতে হবে বিচার বিশ্লেষণের ক্ষমতা, যার দ্বারা কোনো বিষয় গ্রহণ-বর্জনের মানসিকতা অর্জনে সমর্থ হবে তারা নতুন চিন্তা-চেতনার আলোকে ।বিজ্ঞানের নানাবিধ কর্মসূচি গ্রহণ, পালন এবং প্রত্যন্ত অঞ্চলে তা ছড়িয়ে দেওয়ার মধ্য দিয়েই সমাজের সর্বস্তরের মানুষকে সতর্ক ও সচেতন করা সম্ভব।

কিন্তু, এর পাশাপাশি অবশ্যই ভেষজ ঔষধকে অঙ্গীকরণ করে যে সমস্ত লোক-চিকিৎসা আজও অব্যাহত, সেই সমস্ত ওষধি উপাদানের গ্রহণযোগ্যতাকে পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে জনসাধারণের কাছে প্রচার করলে বিরাট সংখ্যক দেশবাসী যেমন উপকৃত হবে, তেমনি লোক-ঔষধ ও লোক-চিকিৎসাও তার প্রাপ্য স্বীকৃতি লাভ করবে।

আমাদের বাসভূমি পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সহ সমগ্র ভারতবর্ষের অগণিত মানুষ দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাস করে। তার ওপর আজকের মূল্য বৃদ্ধির যুগে অধিকাংশ মানুষের অস্তিত্ব চরম সংকটের মুখোমুখি। দুবেলা দুমুঠো আহার সংগ্রহ করতেই প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়ে ওঠে অনেকেরই। সেই সঙ্গে দিন দিন বেড়ে চলেছে রোগ-জ্বালা-ব্যাধির উৎপাত ও তার বৈচিত্র্যময়তা। আর তার সাথে পাল্লা দিয়ে আকাশ ছোঁয়া হারে বেড়েই চলেছে পরিশীলত ঔষধের মূল্য এবং অত্যাধুনিক চিকিৎসার খরচ-খরচা। যা দেশের এক বৃহত্তর জনসংখ্যার নাগালের বাইরে। আর তাই খুব সাধারণভাবেই নানা রকম রোগ-ব্যাধি নিয়ে মানুষকে আজও দ্বারস্থ হতে হচ্ছে লোক-ঔষধ ও লোক-চিকিৎসার অঙ্গনে। যতদিন পর্যন্ত না আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানের সর্ব ধরণের সুফল জনগণের সাধ্যের মধ্যে আসে, ততদিন পর্যন্ত লোক-চিকিৎসা যে স্ব-মহিমায় বিরাজ করবে, বেশ জোরের সঙ্গেই তা বলা যায়। ফলত, লোক-ঔষধের ব্যবহারও চলবে সমানতালে।

এখন বিচার্য বিষয় হলো এই যে, লোক-ঔষধ ব্যবহারের প্রাসঙ্গিকতা অনুধাবন করা এবং লোক-চিকিৎসা কতখানি সমর্থনযোগ্য বিজ্ঞান ও যুক্তির আলোকে তা বিশ্লেষণ করে দেখা। সৃষ্টির আদি থেকে যে সমস্ত লোক-ঔষধ ব্যবহৃত হয়ে আসছে এবং আজকের যুগেও আধিপত্য বিস্তার করে চলেছে, সেই সমস্ত ভেষজ উপাদানের গুণাগুণ, নিরাময় ক্ষমতা এবং গ্রহণযোগ্যতা সম্পর্কে যথাযথভাবে অবহিত হওয়ার যথেষ্ট যৌক্তিকতা রয়েছে আমাদের দেশের একুশ শতকের অর্থ-সামাজিক অবস্থানের প্রেক্ষিতে। যেখানে সমাজের এক উল্লেখযোগ্য সংখ্যক মানুষের উচ্চমানের পরিশীলিত ঔষধ ক্রয় ক্ষমতা নেই বা আধুনিক উন্নত প্রযুক্তির চিকিৎসার ব্যয়ভার গ্রহণের সমর্থ্য নেই, তাদের রোগ-জালা-ব্যাধি হলে তারা কি চিকিৎসা থেকে বঞ্চিত থাকবে? নাকি দিনের পর দিন ঔষধপত্রের ব্যবস্থা করতে না পেরে শেষ পর্যন্ত মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়বে? কোনো সুস্থ সমাজের কাছে এমন বিষয় কখনই কাঙ্ক্ষিত হতে পারে না। সকল মানুষের মঙ্গলার্থে তাই লোক-ঔষধ ও লোক-চিকিৎসা নিয়ে নতুন করে ভাবনা চিন্তার সময় এসে গেছে।

আধুনিক প্রযুক্তি বিজ্ঞানকে সাঙ্গীকরণ করে লোক-ঔষধকে যদি বিভিন্ন পরীক্ষা নিরীক্ষার মাধ্যমে ব্যবহারোপযোগী পরিশীলিত রূপে জনসমাজে ছড়িয়ে দেওয়া যায়, তাহলে শুধুমাত্র লোকসমাজ নয়, বৃহত্তর মানব সমাজও তার সুফল ভোগের অধিকারী হবে। কারণ, বেশ কিছু ওষুধের লাগাম ছাড়া মূল্য শিষ্ট সমাজেরও অনেক মানুষের ক্রয়ক্ষমতার বাইরে। অথচ, বিজ্ঞান চেতনায় আলোকিত এই সমস্ত মানুষেরা লোক-ঔষধ ও লোক-চিকিৎসাকে নিছকই অবাস্তব আজগুবি মনে করে সেগুলির সহায়তা থেকেও বঞ্চিত হন। কুসংস্কার বনাম বিজ্ঞান ভাবনায় আলোড়িত অর্থনৈতিক দিক থেকে অস্বচ্ছল এই সমস্ত মানুষজনের কাছে যদি লতা-পাতা-গুল্ম-বৃক্ষের কিংবা ওষধি গুণযুক্ত অন্যান্য ভেষজ উপাদানের গ্রহণযোগ্যতাকে বৈজ্ঞানিকভাবে উপস্থাপন করা যায়, তাহলে এসব বিষয়গুলির প্রতি তাদের এতদিনকার পোষিত সংশয় অবিশ্বাস দূরীভূত করা সম্ভব। শিষ্ট সমাজ এতদিন যাবৎ যা কিছু নিচু নজরে দেখে এসেছে, তার গুণগত দিক যদি একবার বিজ্ঞান স্বীকৃত হয়ে যায়, তাহলে সমগ্র মানব সমাজই সাদরে তা গ্রহণ করতে পারবে। লোক-ঔষধের বিজ্ঞানসম্মত গ্রহণযোগ্যতা প্রচারের আলোয় চলে এলে ব্যবসায়িক প্রতিযোগিতামূলক দৃষ্টিভঙ্গি

থেকে বাধ্যতামূলকভাবে হ্রাস পাবেই জীবনদায়ী পরিশীলিত ঔষধের মূল্য। ফলত, আধুনিক চিকিৎসার প্রযুক্তিগত ক্ষেত্রগুলি ব্যয়বহুল হলেও যে সমস্ত প্রয়োজনীয় ঔষধপত্র ধারাবাহিকভাবে ব্যবহার করে চলতে হয়, সেদিক থেকে কিছুটা স্বস্তি তো মিলবে।

তবে, লোক-ঔষধের পাশাপাশি লোক-চিকিৎসকদের ক্ষেত্রটিকেও একটু গুরুত্ব দিয়ে ভাবনা চিন্তা করা উচিত। ন্যূনতম পারিশ্রমিকের বিনিময়ে আবার অনেক সময় বিনা পারিশ্রমিকেই যারা লোকসমাজকে দীর্ঘদিন ধরে পরিষেবা দিয়ে আসছেন, বিভিন্ন রোগ-ব্যাধিতে লোকসমাজকে বেঁচে থাকার রসদ জুগিয়ে চলেছেন, তাদের কথা বেমালুম ভুলে যাওয়া কিন্তু অমানবিকতারই নামান্তর। সেক্ষেত্রে অবশ্যই দীর্ঘদিনের পোষিত ভিত্তিহীন লোক বিশ্বাস বা সংস্কারজনিত চিকিৎসা পদ্ধতিকে একান্তভাবেই বর্জন করতে হবে। তাই, লোক-চিকিৎসক সহ সমগ্র লোকসমাজকে বিজ্ঞান চেতনার আলোকে উদ্দীপিত করা আজকের দিনে ভীষণই প্রয়োজন। যে সমস্ত লোক-চিকিৎসকেরা ভেষজ উপাদানের সহায়তায় তাদের চিকিৎসা পদ্ধতি চালিয়ে যাচ্ছেন, তাদেরকে একত্রিত করে বিভিন্ন সেমিনার, ওয়ার্কশপ প্রভৃতির আয়োজন করা যায়, তাহলে তাদের কাছ থেকেও যেমন তথ্য সংগ্রহ করা যাবে, তেমনি বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার বিষয়গুলিকেও ছড়িয়ে দেওয়া সম্ভব হবে তাদের চিন্তাভাবনার পরতে পরতে। এক-একজনের বিশিষ্ট চিকিৎসার দিকগুলিকে কেন্দ্র করে বিশেষ বিশেষ রোগ নিরাময়ের প্রেক্ষিতে তাদের প্রশাসনিক দিক থেকে যদি তাদের লোক-চিকিৎসকের স্বীকৃতি দেওয়া হয়, তাহলে এই সমস্ত মানুষগুলির রুজি-রোজগারের পথটিকেও বেশ কিছুটা প্রসারিত করা সম্ভব হবে। কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকারের যৌথ প্রয়াসে সদর্থক বিবেচনা এবং স্বাস্থ্য দপ্তর গুলির বলিষ্ঠ উদ্যোগেই লোক-ঔষধ ও লোক-চিকিৎসার এক গঠনমূলক ভবিষ্যৎ রচনা করা সম্ভব বলে আমার বিশ্বাস। এবং এর পাশাপাশি যদি বেসরকারি গবেষণা কেন্দ্রগুলিও এই কাজের শরিক হয়ে ওঠে, তাহলে অদূর ভবিষ্যতে লোক-ঔষধ ও লোক-চিকিৎসার এক নব দিগন্ত সূচিত হবে।

সহায়ক গ্রন্থ ও পত্র-পত্রিকা

ব্যবহৃত গ্রন্থাবলি :

১. রায়, নীহাররঞ্জন, বাঙ্গালীর ইতিহাস, আদি পর্ব, প্রথম খণ্ড, সাক্ষরতা প্রকাশন, পশ্চিমবঙ্গ নিরক্ষরতা দূরীকরণ সমিতি, কলকাতা, তৃতীয় সংস্করণ ২৬ শে জানুয়ারী, ১৯৮০।

২. রায়, নীহাররঞ্জন, বাঙ্গালীর ইতিহাস, আদি পর্ব, দ্বিতীয় খণ্ড, ফার্মা কে. এল. মুখোপাধ্যায়, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ ১৯৫৯।

৩. বন্দ্যোপাধ্যায়, সুভাষচন্দ্র, জঙ্গলমহলের জনজীবন ও লোকসংস্কৃতি, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ জুন, ২০১২।

৪. মুখোপাধ্যায়, সুব্রত, জঙ্গলমহলের জনসংস্কৃতি, আদিবাসী ও লোকসংস্কৃতি কেন্দ্র, পঃ বঃ সরকার, ২০১৪।

৫. মুখোপাধ্যায়, সুব্রতকুমার, ঝাড়গ্রামের লোকসম্পদ ও সংস্কৃতি, মনফকিরা, কলকাতা, ২০২১।

৬. ভট্টাচার্য, আশুতোষ, বাংলার লোকসংস্কৃতি, ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, ইন্ডিয়া,পুনর্মুদ্রণ ২০১৭।

৭. চক্রবর্তী, ডঃ বরুণকুমার, লোকসংস্কৃতির সুলুক সন্ধান, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ নভেম্বর ২০১৫।

৮. চক্রবর্তী ড. বরুণকুমার (সম্পাদনা), বঙ্গীয় লোকসংস্কৃতি কোষ, অপর্ণা বুক ডিস্ট্রিবিউটার্স, কলকাতা, দ্বিতীয় পরিবর্ধিত পরিমার্জিত সংস্করণ ২০০৭।

৯. চট্টোপাধ্যায়, সৌগত, লোকসংস্কৃতি : অন্দরমহল বারমহল, পুস্তক বিপণি, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ১৫ই এপ্রিল ২০১০।

১০. চৌধুরী, দুলাল, লোকসংস্কৃতি সমীক্ষার পদ্ধতি, লোকসংস্কৃতি গবেষণা পরিষদ, কলকাতা, ২য় সংস্করণ ১৯৯৮।

১১. সেন, সৌমেন লোকসংস্কৃতি তত্ত্ব-পদ্ধতি, অঞ্জলি পাবলিশার্স, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ফেব্রুয়ারী, ২০০৮।

১২. সেনগুপ্ত, পল্লব, লোক সংস্কৃতির সীমানা ও স্বরূপ, পুস্তক বিপণি, কলকাতা, পরিশীলিত ও পরিবর্ধিত তৃতীয় সংস্করণ জানুয়ারী ২০১০।

১৩. বিশ্বাস, মিলনকান্তি, প্রসঙ্গ লোকসংস্কৃতি, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ২০১৪।

১৪. মিত্র, সনৎ কুমার (সম্পাদিত), লোক সংস্কৃতি চর্চার মেথডলজি, পুস্তক বিপণি, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ডিসেম্বর ২০০৭।

১৫. রায় কাব্যতীর্থ, শ্রীপঞ্চানন, দাসপুরের ইতিহাস, লেখক কর্তৃক শংকরপুর-মেদিনীপুর হইতে প্রকাশিত, প্রথম সংস্করণ ১৩৬৫ বঙ্গাব্দ।

১৬. সাঁতরা, তারাপদ, মেদিনীপুর : লোকসংস্কৃতি ও মানব সমাজ, কৌশিকী প্রকাশনী, বাগনান হাওড়া, প্রথম প্রকাশ ১৯৮৭।

১৭. দে, মধুপ, ঝাড়গ্রাম ইতিহাস ও সংস্কৃতি, মন ফকিরা, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ২০১১।

১৮. মুড়া, চণ্ডীচরণ, লোক সংস্কৃতি সংকট ও সম্ভাবনা, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ রাস পূর্ণিমা, ২০১৪।

১৯. ইসলাম, শেখ মকবুল, লোকসংস্কৃতিবিজ্ঞান : তত্ত্ব পদ্ধতি ও প্রয়োগ, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ রথযাত্রা, ২০১১।

২০. ইসলাম, শেখ মকবুল, গবেষণার পদ্ধতি বিজ্ঞান : সাহিত্য সমাজ সংস্কৃতি, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ডিসেম্বর ২০১২।

২১. নিয়োগী, উমাশঙ্কর, দাসপুর : ইতিহাস ও ঐতিহ্য, অরিন্দম'স প্রকাশনী, মেদিনীপুর, প্রথম প্রকাশ ১ জানুয়ারি, ২০২২।

পত্র-পত্রিকা :

১. তাম্রলিপ্ত সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্মিলনী (১ম সংখ্যা, ২০০২)।

২. সমীক্ষা পত্র লোকায়ত (২০০৩, ২০০৪, ২০০৫ ও ২০০৬)।

৩. পশ্চিমবঙ্গ, মেদিনীপুর সংখ্যা (মাঘ, ১৪১০)।

৪. উদীচী (১৪১৫), সম্পাদনা সৌগত চট্টোপাধ্যায়।

৫. মহিষাদল বার্তা (জুলাই ২০১২)।

৬. মেঘবল্লরী (হলদিয়া সংখ্যা ২০১৬)।

৭. লোক সংস্কৃতি গবেষণা পত্রিকা ('গাছ ও লোকসংস্কৃতি' বিশেষ সংখ্যা)।

মধ্যহিংলি গ্রামের লোক-চিকিৎসক
চন্দন দাস

মধ্যহিংলি গ্রামের থ্যালাসেমিয়া আক্রান্ত
উপকৃত বালক - পবিত্র দিন্দা

মধ্যহিংলি গ্রামের অন্য লোক-চিকিৎসক - নির্মলা দেবী
ভর থাকাকালীন ছবি

তাজপুর গ্রামের লোক-চিকিৎসক - স্বদেশ মাইতি-র সঙ্গে
আমি (ক্ষেত্র সমীক্ষক)

মধ্যহিংলি গ্রামে নির্মলা দেবীর কাছে আগত ভক্তবৃন্দ

তাজপুর গ্রামে স্বদেশ মাইতি-র কাছে আগত উপকৃত ব্যক্তি - সন্ধ্যা পরামানিক
ও আমি (ক্ষেত্র সমীক্ষক)

তাজপুর গ্রামে স্বদেশ মাইতি-র কাছে আগত অন্যান্য রোগীরা

বাকরা গ্রামের লোক-চিকিৎসক দম্পতি - বিজয়কৃষ্ণ রায় ও রেনুবালা রায় এবং তাদের পরিবারের প্রতিষ্ঠিত মনসা মন্দির

নারদা গ্রামের লোক-চিকিৎসক জ্ঞান সিং - এর বাড়ির মন্দির

নারদা গ্রামের লোক-চিকিৎসক - জ্ঞান সিং

নারদা গ্রামের লোক-চিকিৎসক জ্ঞান সিং - এর উত্তরসূরীগণ

নারদা গ্রামের লোক-চিকিৎসক জ্ঞান সিং - এর চিকিৎসায় সর্পদংশনে আক্রান্ত উপকৃত পিতা - পুত্র - জগন্নাথ মাহাত ও রবীন্দ্র মাহাত

নারদা গ্রামের লোক-চিকিৎসক জ্ঞান সিং - এর চিকিৎসায় কুকুরের আঁচড়ে আক্রান্ত উপকৃত ব্যক্তি - সোমা মাহাত

খাদিনান (কোলাঘাট) গ্রামের বর্তমান লোক-চিকিৎসক - শম্ভুনাথ ক্যাইতি

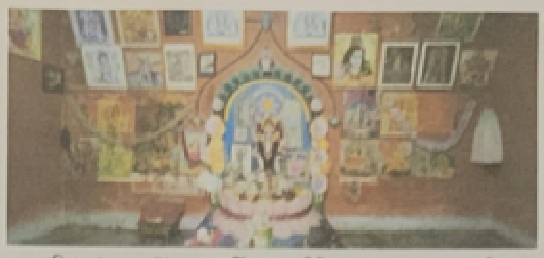

খাদিনান (কোলাঘাট) - এর স্বর্গীয় লোক-চিকিৎসক হারু মাহাত-র বাড়ির প্রতিষ্ঠিত প্রেতকালী মন্দির

শম্ভুনাথ ক্যাইতির সহযোগী - কৃষ্ণা ব্যানার্জীর সঙ্গে আমি (ক্ষেত্র সমীক্ষক)

বসন্তপুর গ্রামের লোক-চিকিৎসক লালমোহন খাঁড়া ও সর্প দংশনে আহত বালক সৈকত দাস

বসন্তপুর গ্রামের লোক-চিকিৎসক লালমোহন খাঁড়া ও আমি (ক্ষেত্র সমীক্ষক)

বসন্তপুর গ্রামে সর্প দংশনে আহত বালক সৈকত দাসের সঙ্গে আমি (ক্ষেত্র সমীক্ষক)

বসন্তপুর গ্রামে লালমোহন খাঁড়ার কাছে আগত উপকৃত ব্যক্তি দুলাল মন্ডল ও আমি (ক্ষেত্র সমীক্ষক)

বিভিন্ন লোক-চিকিৎসকদের ব্যবহৃত কয়েকটি গাছ-গাছড়া

বিশল্যকরণী

বকস্তঁটি

শ্বেত আকন্দ

বেড়েলা

আপাং

শিউলি

নয়নতারা

কৃষ্ণমান

সর্পগন্ধা

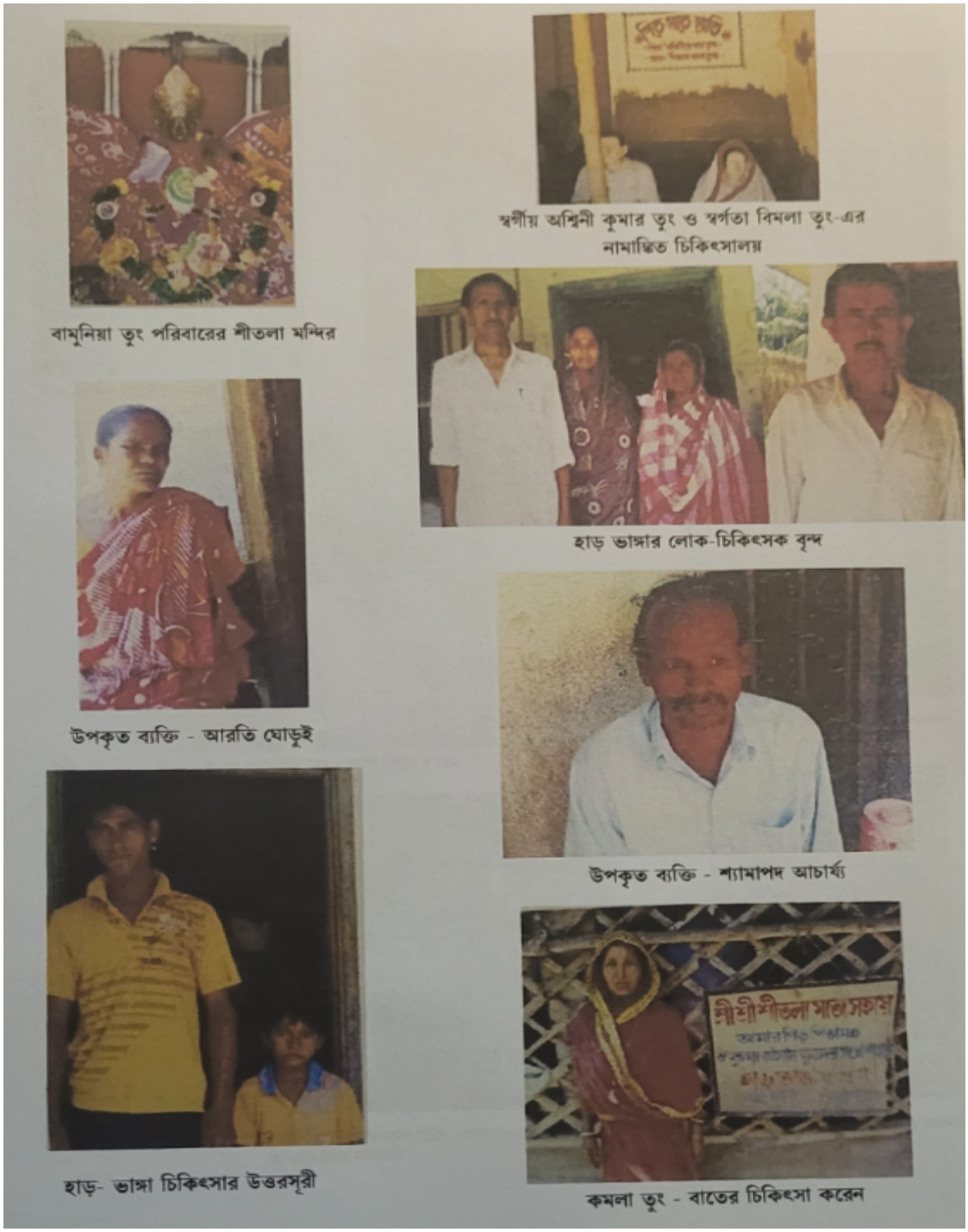

Citation: **Panja. A. & Halder. Dr. C. S.,** (2026) "পূর্ব ও অবিভক্ত পশ্চিম মেদিনীপুরের কয়েকটি প্রত্যন্ত অঞ্চলে ক্ষেত্র-সমীক্ষার প্রেক্ষিতে লোক-ঔষধ ও লোক-চিকিৎসার বর্তমান ও ভবিষ্যৎ ভাবনা", *Bharati International Journal of Multidisciplinary Research & Development (BIJMRD)*, Vol-4, Issue-02, February-2026.